মান্না দে, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

গণঅভ্যুত্থানের কারণ

গণঅভ্যুত্থানের মূল কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অসমতা। যখন সমাজের একটি বড় অংশের মানুষের কাছে মৌলিক সেবা এবং সুযোগ-সুবিধা পৌঁছায় না, তখন তারা সরকার বা শাসকের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে। এ ক্ষেত্রে অসন্তোষ জমে উঠলে তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়। এ ছাড়া রাজনৈতিক দুর্নীতি, মানবাধিকারের লঙ্ঘন এবং জনগণের ভোটাধিকার হরণও গণ-অভ্যুত্থানের কারণ হতে পারে।

কিছু উল্লেখযোগ্য গণ-অভ্যুত্থান

ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯-১৭৯৯) : ফরাসি বিপ্লব ছিল গণঅভ্যুত্থানের এক অন্যতম উদাহরণ, যা ফ্রান্সের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোকে আমূল পরিবর্তন করে দেয়। এই বিপ্লবের পেছনে ছিল খাদ্য সংকট, আর্থিক দুরবস্থা, এবং রাজকীয় শাসনের প্রতি অসন্তোষ। বিপ্লবটি জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার জন্ম দেয় এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে গণ-আন্দোলনের প্রেরণা জোগায়।

রুশ বিপ্লব (১৯১৭) : রুশ বিপ্লব ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে একটি সফল গণঅভ্যুত্থান, যা রাশিয়ায় জার শাসনের অবসান ঘটায় এবং কমিউনিস্ট সরকারের উত্থান ঘটায়। যুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, খাদ্যের অভাব এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা এই বিপ্লবের কারণ হিসেবে কাজ করে। এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্ম হয়, যা পরবর্তী বিশ্ব রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইরানের ইসলামি বিপ্লব (১৯৭৯) : ইরানের ইসলামি বিপ্লব ছিল একটি গণঅভ্যুত্থান যা দেশের রাজতন্ত্রকে উৎখাত করে এবং একটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। এই বিপ্লবের পেছনে ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় অসন্তোষ। ইরানের জনগণ শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে একটি নতুন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

https://www.dainikamadershomoy.com/details/0191aed4c17b1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%AC
https://www.prothomalo.com/world/5am83v1fo1
https://bangla.thedailystar.net/node/105880
https://jonotarchokh.com/news/329

ইরানি বিপ্লব (যা ইসলামি বিপ্লব বা ১৯৭৯ সালের বিপ্লব নামেও পরিচিত হচ্ছে ১৯৭৯ সালে ঘটা একটি যুগান্তকারী বিপ্লব যেটা ইরানকে পাশ্চাত্যপন্থি দেশ থেকে ইসলামি প্রজাতন্ত্রে পরিণত করে। এ বিপ্লবকে বলা হয় ফরাসি এবং বলশেভিক বিপ্লবের পর ইতিহাসের তৃতীয় মহান বিপ্লব।

আয়াতোল্লাহ খোমেনি ফ্রান্সে তার নির্বাসিত জীবন থেকে দেশে ফিরে ইরানে ইসলামি বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল সেটি। প্যারিসের বাইরে নফলে-ল্য শাতো নামের গ্রামটিতে থাকতেন আয়াতোল্লাহ খোমেনি। সেখানে বসেই ইরানে তার রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতেন। গত ৪০ বছরে গ্রামটির খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। শুধু আয়াতোল্লার প্রস্থানের কিছুদিন পরেই তার আস্তানাটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল। ভুল সিদ্ধান্ত এবং বিপর্যয় ১৯৭৮ সালে ইরানে যখন চরম অস্থিরতা এবং সহিংসতা শুরু হয়, আয়াতোল্লাহ খোমেনি তখন ইরাকে শিয়াদের পবিত্র নগরী নাজাফে কড়া পাহারায় নির্বাসিত জীবনে ছিলেন।

ইরাকে তখন সাদ্দাম হোসেনের শাসন। । ইরানের শাহ আয়াতোল্লাহ খোমেনিকে ইরাক থেকে বহিষ্কারের জন্য সাদ্দাম হোসেনকে অনুরোধ করেন। চরম ভুল করেছিলেন শাহ। বহিষ্কৃত আয়াতোল্লাহ ফ্রান্সে পাড়ি জমালেন এবং সেখান থেকে সহজে সারা পৃথিবীর উদ্দেশ্যে কথা বলার সুযোগ পেয়ে গেলেন। তার আপোষহীন এবং জোরালো সব বক্তব্যের কারণে দ্রুত তিনি সারা বিশ্বের নজর কাড়েন। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৯ সালে জানুয়ারিতে যখন শাহ দেশ ছাড়তে বাধ্য হন, আয়াতোল্লাহ দেশে ফেরার সুযোগ পান এবং ফিরেই রাজতন্ত্র উপড়ে ফেলেন। ভাড়া করা যে বিমানে করে তিনি প্যারিস থেকে তেহরানে এসেছিলেন, সেখানে বিবিসির জন সিম্পসন এবং তার এক ক্যামেরাম্যান টিকেট জোগাড় করতে পেরেছিলেন।

ত মানুষ তাকে অভিবাদন জানাতে বিমানবন্দরে বাইরে হাজির হয়েছিল যে দেখে মনে হয়েছিল এত বড় জমায়েত বিশ্বে আর কোনোদিন কোথাও হয়নি। তারপরের ইতিহাস সবারই জানা। রাজতন্ত্র ধ্বংস হয়ে ইরানে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। মুসলিম বিশ্ব পক্ষে-বিপক্ষে বিভক্ত হয়ে পড়লো এবং পশ্চিমা উদারপন্থার প্রধান চ্যালেঞ্জার হয়ে পড়লো আয়াতোল্লাহ খোমেনির নতুন ইরান। এই পুরো পরিকল্পনাটি করা হয়েছিল প্যারিসের বাইরে ছোট শান্ত একটি গ্রামে বসে।

প্রাথমিক অবস্থাঃ ইরানের শেষ সম্রাট মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহলভী। দুনিয়ার সবচেয়ে পুরোনো, ঐতিহ্যবাহী আর প্রভাবশালী শাহী রক্তের ধারক ছিলেন তিনি। তার বংশ গত আড়াই হাজার বছর ধরে সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলো। শুরুটা করেছিলেন তারই পূর্বপুরুষ মহান কুরুশ আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে। সেই বংশের শেষ সম্রাট ১৯৭৯ সালের ১৬ জানুয়ারি বিপ্লবী দেশবাসীর কাছে পরাজিত হয়ে মিশর পলায়ন করে। কিছু দশক আগে রেজা শাহ পাহলভী ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। সর্বময় ক্ষমতা ছিলো পার্লামেন্টের হাতে এবং নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী সেই ক্ষমতা ভোগ করতেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই ইরানে ব্যাপক আকারে তেল ক্ষেত্র আবিস্কৃত হয় যার মালিক ছিলো ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো। ঠিক এই সময়টিতে মোসাদ্দেক নামক জনপ্রিয় এক রাজনৈতিক নেতা দেশের সব তেল সম্পদ জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে

পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। ব্রিটেনে তখন উইনস্টন চার্চিল ক্ষমতায় আর যুক্তরাষ্ট্রে হেনরি ট্রুম্যান। মোসাদ্দেকের জয়লাভের ফলে দুই ক্ষমতাশালীর মাথায় বাজ পড়লো। শুরু হলো মুসাদ্দেককে ক্ষমতাচ্যুত করার নীল নকশা। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা 'সিআইএ' এবং ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা 'এসআইএস'- লন্ডনে বসে যৌথ পরিকল্পনা করলো। প্রেসিডেন্ট থিউডর রুজভেল্টের নাতি কার্মিট রুজভেল্ট তখন সিআইএ প্রধান। তিনি উড়ে এলেন লন্ডনে। প্রণীত হলো অপারেশন 'এ্যাজাক্স' এর নীল নকশা। পরিকল্পনা মতে ইরানি সেনাবাহিনীতে ঘটানো হলো অভ্যুত্থান।

প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মাদ মুসাদ্দেক পদচ্যুত হলেন। তার স্থানে আজ্ঞাবহ জেনারেল ফজলুল্লাহ জাহেদীকে নিয়োগ দেয়া হলো। কিন্তু মূল ক্ষমতা রাখা হলো ইঙ্গো মার্কিন সাম্রাজ্যের অণুগত শাহ মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহলভীর নিকট। এই ঘটনার একদিনের মাথায় সেনাবাহিনীতে একটি কাউন্টার অভ্যুত্থান হলো। অভ্যুত্থানকারীরা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেককে উদ্ধার করলেন। অন্যদিকে শাহ পালিয়ে গেল বাগদাদে এবং তারপর ইতালিতে। কিন্তু এর দুই দিন পর আরো একটি রক্তাক্ত পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটানো হয় সেনাবাহিনীতে। ফলে মার্কিন-বৃটেনের নীল নকশা অপারেশন এ্যাজাক্স সফল হয় শতভাগ।

পরবর্তীঃ শাহ ইরানে ফিরে আসে চটজলদি। এসব ঘটনা ঘটেছিল ১৯৫৩ সালে। পতনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৭৯ সালের ১৬ ই জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের নিরঙ্কুশ সর্বময় ক্ষমতা ছিলো শাহের হাতে। তার ইঙ্গো-মার্কিন মদদ দাতারা অনবরত সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলেন তাকে। ফলে তার পুলিশ ও সেনাবাহিনী প্রতিদিন রাজপথে শত শত মানুষকে গুলি করে মারছিলো। অথচ ১৯৫৩ সালের পর থেকে ইরানে যে অকল্পনীয় উন্নতি হয়েছিলো তাতে জনগণের খুশি বা সন্তুষ্ট থাকার কথা ছিলো এবং তারা তা ছিলোনা। শাহের কতিপয় ব্যক্তিগত আচরণ, অভ্যাস আর পশ্চিমা সংস্কৃতির অবাধ প্রচলন দেশের সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষকে ধীরে ধীরে বিক্ষুদ্ধ করে তোলে। এই বিক্ষোভই অগ্নিগর্ভে রূপ নেয় ১৯৭৭ সালের শেষ দিকে। তেহরান শহরে কোন পাবলিক বাসে কোন ধর্মীয় লেবাযধারী মানুষ উঠলেই কনট্রাকটর টিটকারী করে বলতো- আমরা আলেম আর বেশ্যাদের বাসে চড়াই না।

শাহ নিজেও ছিলেন পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত। তার স্ত্রী, সন্তানরাও পশ্চিমা ধাঁচে চলতেন। শাহ এবং তার স্ত্রী সকল রাজকীয় অনুষ্ঠান এবং দেশী বিদেশী সরকারী অনুষ্ঠানসমূহে পশ্চিমাদের পোশাক পড়তেন। এসব কারণে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ দিনকে দিন ফুঁসে উঠতে থাকেন। আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেইনী ছিলেন একজন অপরিচিত ধর্মীয় ইমাম। মুসলমানদের এই মনের কষ্ট তিনি বুঝতে পেরে ইরাকের পবিত্র নাজাফ শহরে একটি জনসভা আহ্বান করেন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয় সেখানে। শাহের সরকার প্রথমে এই বিশাল সমাবেশকে মোটেই গুরুত্ব দিলেন না। কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টাতে থাকলো দ্রুত। শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে বিক্ষুদ্ধ মুসলমানেরা নেমে এলো তেহরানের রাস্তায়। সংখ্যায় ছিলো তারা অগণিত। সেদিন ছিলো শুক্রবার। প্রায় ৬০ থেকে ৭০ লাখ লোক তেহরানে জমায়েত হয়। তারিখটি ছিলো ১৯৭৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বর। শাহের বাহিনী বিশাল জনসমাবেশের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে।

আপাতত লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় কিন্তু দিবসটিকে ইরানের ইতিহাসে কুখ্যাত ব্লাক ফ্রাইডে হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ব্লাক ফ্রাইডের পর তেহরানে মার্কিন দূতাবাসে কর্মরত সিআইএ এজেন্ট ওয়াশিংটন ডিসিতে সিআইএ হেড কোয়াটারে রিপোর্ট করেন যে- ৮ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর শাহের শাসন ক্ষমতা এতটাই সূদৃঢ় হয়েছে যে- আগামি ১০ বছরে বিরোধীপক্ষ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। অথচ এর মাত্র ৩ মাসের কিছু সময় পর অর্থ্যাৎ ১৬ জানুয়ারি ১৯৭৯ সালে মাত্র একদিনের গণঅভ্যূত্থানে শাহের পতন হয়। পরিবার পরিজন নিয়ে শাহ দেশ থেকে পালিয়ে যান। তার দীর্ঘদিনের মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন তাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে। তিনি প্রথমে ইটালি যান। কিন্তু ইতালি তাকে অসম্মান জনকভাবে বিদেয় করে দেয়। এরপর তার বিমান উড়াল দিলো পানামায়। সেখানকার সরকারও গ্রহণ করলো না। অনেক দেন দরবার এবং অণুনয় বিনয় করার পর মিশর তাকে সাময়িকভাবে সেই দেশে ঢোকার অনুমতি দিয়েছিলো একটি কারণে, প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে বোঝানো হলো যে- শাহের প্রথম স্ত্রী ফৌজিয়া ছিলেন মিশরের প্রয়াত এবং ক্ষমতাচ্যুত বাদশা ফারুকের বোন। এই রাজপরিবারের প্রতি তখনো মিশরের জনগণের বেশ সহানুভূতি অবশিষ্ট ছিলো। কাজেই মিশরের রাজকণ্যার স্বামী ভিক্ষুকের মতো দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে সেটা মিশরবাসীর জন্য হয়তো অস্বস্তিকর হয়েছিল।

শাহ ফিরে এলেন কায়রোতে। ইতিমধ্যে তার শরীরে ক্যান্সার বাসা বেঁধেছে। ফলে কায়রোর একটি হোটেলে তিনি মারা যান ১৯৮০ সালের ২৭ জুলাই- যখন তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৬০ বছর।

ইরানের শাহের পতন - ইসলামি বিপ্লবের ৪৪ বছরে কী পেল ইরানঃ ইসলামি বিপ্লবের পর দীর্ঘ ৪৪ বছর কেটেছে। কিন্তু এই গণবিপ্লব ইরানের মানুষকে কী দিয়েছে—এই প্রশ্ন নতুন করে দেখা দিয়েছে। গত বছরের সেপ্টেম্বরে ইরানের নীতি পুলিশের হেফাজতে কুর্দি তরুণী মাসা আমিনির মৃত্যুর ঘটনায় এই প্রশ্ন সামনে এসেছে।

আয়াতুল্লাহ খোমেনির জারি করা কঠোর নির্দেশনার উদ্দেশ্য ছিল, ইরানের রাষ্ট্রীয় নীতিকে ধর্মীয় ধারায় প্রবাহিত করা। খোমেনির রাষ্ট্রীয় কাঠামো অনেকটা রেজা শাহের একনায়কতান্ত্রিক কাঠামোর মতোই ছিল। তবে তা চরিত্রগতভাবে বেশি নিষ্ঠুর। ইরানে রাজনৈতিক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অভাব রয়েছে। তবে বিভিন্ন সময় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। সক্রিয় সংস্কারবাদীরা।

ইরানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের উদ্দেশ্য ছিল, শাহের সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী শাপুর বখতিয়ারের সরকারকে প্রতিস্থাপন করা। দেশটির নতুন যাত্রাপথ মসৃণ করা। একই সঙ্গে তিনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভবিষ্যৎ ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের একটি খসড়া জাতির সামনে তুলে ধরেন। একপর্যায়ে শাপুর বখতিয়ারকে পদত্যাগ করতে বলেন খোমেনি। যদিও শাহের সামরিক বাহিনী তখনো রাজতন্ত্রকে রক্ষা করতে প্রস্তুত ছিল। শাপুর বখতিয়ার নিজেও গণবিপ্লবের বাস্তবতা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ইরানে সামরিক আইন ও কারফিউ জারির নির্দেশ দেন।

কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। খোমেনি জনগণকে কারফিউ অমান্যের নির্দেশ দেন। সাড়া দেয় জনতা। ইরানে দেখা দেয় চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা। অবশেষে ১১ ফেব্রুয়ারি ইরানের সেনাবাহিনী নিজেদের 'নিরপেক্ষতার' ঘোষণা দেয়। পদত্যাগ করে আত্মগোপনে যান প্রধানমন্ত্রী বখতিয়ার। পতন ঘটে রাজতন্ত্রের, চূড়ান্ত জয় পায় ইসলামি বিপ্লব।

ইসলামি বিপ্লবের পর দীর্ঘ ৪৪ বছর কেটেছে। কিন্তু এই গণবিপ্লব ইরানের মানুষকে কী দিয়েছে—এই প্রশ্ন নতুন করে দেখা দিয়েছে।

ইরানের কারাবন্দী মানবাধিকারকর্মী নার্গিস মোহাম্মদি ২০২৩-এ শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নোবেল কমিটি বলেছে, ইরানে নারীদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই, মানবাধিকার সমুন্নত রাখা ও সবার অধিকার নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখায় নার্গিস শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন। এএফপির খবরে জানা যায়, ৫১ বছর বয়সী নার্গিস মোহাম্মদি সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মী। নারীদের হিজাব পরা বাধ্যতামূলক করা ও মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে কাজ করায় তাঁকে বেশির ভাগ সময় কারাগারে থাকতে হয়েছে। তাঁকে ১৩ বার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাঁচবার দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ৩১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এমনকি শরিয়াহ্ আইন অনুসারে ১৫৪ বার বেত্রাঘাত করা হয়েছে। নার্গিস ইরানের মানবাধিকার কর্মীদের সামনের সারির একজন। তিনি নারী অধিকার রক্ষা ও মৃত্যুদণ্ড বন্ধের জন্য কাজ করেছেন।

গত ৪০ বছরে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-খেলাধুলা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলো থেকে অনেক এগিয়ে রয়েছে ইরান। রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটেও সেই অঞ্চলের অনেক দেশের তুলনায় সভ্যতার এই চারণভূমির ভাবমূর্তি অনেকটাই উজ্জ্বল। তবে বিরুদ্ধমতের প্রতি সরকারের নিপীড়নের মাত্রা প্রতিবেশী যেকোনো দেশের থেকে ইরানে কম নয়-তা দেখা যায় সে দেশের জেলখানার দিকে তাকালে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি রিপোর্টারস উইদাউট বর্ডার জানায়, গত ৩০ বছরে তেহরান ও এর আশপাশের এলাকা থেকে ১৭ লাখের বেশি সরকারবিরোধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন অন্তত ৮৬০ জন সাংবাদিক।

ইরানের ইসলামী বিপ্লব ও বাংলাদেশের সামপ্রতিক গণঅভ্যুত্থান: মিল-অমিলঃ

ইরানের রাজনীতিতে খোমেনিপন্থিদের একচেটিয়া প্রাধান্য এখন প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেখানে গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষশক্তি একেবারে নির্মূল হয়ে যায়নি। বর্তমানে ইরানের রাজনীতি ও ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি বুঝতে হলে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্বও বুঝতে হবে।

বাংলাদেশে ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়, তাতেও বাম, মধ্য ও ইসলামপন্থিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। আওয়ামী লীগ ক্ষমতার মঞ্চ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দেশ পরিচালনা করছে। বিভিন্ন সংস্কারের লক্ষ্যে কমিশনও গঠন করেছে। পরবর্তী রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ কাদের হাতে থাকবে, সেটি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা রকম আলোচনা আছে।

https://www.dainikamadershomoy.com/details/0191aed4c17b1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%AC
https://www.prothomalo.com/world/5am83v1fo1
https://bangla.thedailystar.net/node/105880
https://jonotarchokh.com/news/329

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ইস্যুতে সমপ্রতি ভারতের সংবাদমাধ্যমে যেসব অপপ্রচার চলছে, তা থেকেও ইসলামপন্থিরা সুযোগ নিতে চাইছেন।

ইরান বিপ্লবের সঙ্গে বাংলাদেশের সামপ্রতিক গণঅভ্যুত্থানের কোনো সম্পর্ক নেই। তারপরও ইরান বিপ্লবের ইতিনেতি নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে। এতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতিবিধি বিশ্লেষণ করতে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

প্রায় সিকি শতাব্দী পর ইরানের ইসলামী বিপ্লবের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক বদরুল আলম খান। এর আগে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লব নিয়ে লিখেছেন 'সোভিয়েত রাশিয়া ভাঙলো কেন', চীন বিপ্লব নিয়ে 'মাওসেতুং: চীনের দুঃখ'। ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপকের লেখালেখির একটা অংশ জুড়ে আছে বিপ্লবোত্তর দেশগুলো। গণতন্ত্রের বিশ্বরূপ ও বাংলাদেশের সংঘাতময় রাজনীতি বিশ্লেষিত হয়েছে এসব বইয়ে।

ইরান বিপ্লব সম্পর্কে বদরুল আলম খানের পর্যবেক্ষণ হলো: বিপ্লবের সময় ইরানি সমাজে বিভিন্ন রকম চিন্তার স্রোত প্রবহমান ছিল। বর্তমানে দেশটির রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন ঘটনা পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট যে, সেই রকম চিন্তা এখনো একেবারে প্রভাবহীন হয়ে পড়েনি। তিনি স্বীকার করেছেন, শাহবিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেও দেশটির জাতীয়তাবাদী, মধ্যপন্থি ও উদারগণতন্ত্রী শক্তি এমনকি প্রভাবশালী ইরানের কমিউনিস্ট সংগঠন তুতেহ পার্টি চূড়ান্ত পর্যায়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়।' পিছু হটা বলা ঠিক হবে না। সেখানে বামপন্থি ও জাতীয়তাবাদী শক্তিকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সভা-সেমিনারে ভিন্নমতাবলম্বী ইরানিদের দেখা মেলে যারা ইরান বিপ্লবের পর দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। দেশ ছাড়ার দুঃখ একমাত্র সংখ্যালঘু (জাতিগত ও ধর্মীয়) ও ভিন্নমতাবলম্বীরাই বোঝেন।

কেবল ইরান নয়, বিপ্লবোত্তর অন্যান্য দেশের বিজয়ের ভাগীদারেরা সংঘাতে লিপ্ত হয়েছেন। সোভিয়েত বিপ্লরের অন্যতম নায়ক লিও ট্রটস্কি মেক্সিকোতে নিহত হন ভাড়াটে খুনিদের হাতে, চীনেও মাও সেতুংয়ের মৃত্যুর পর পার্টি অভ্যন্তরীণ বিরোধে জড়িয়ে পড়ে, যাদের মধ্যে ছিল 'গ্যাং অফ ফোর'। আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট বিপ্লব ধ্বংস করতে বিদেশি শক্তি ও মৌলবাদী গোষ্ঠীর যেমন দায় ছিল, তেমনি ক্ষমতাসীনদের খেয়োখেয়িও কম দায়ী নয়। তৃতীয় বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর আদর্শগত লড়াই শেষ পর্যন্ত ভ্রাতৃঘাতী সহিংসতায় রূপ নিয়েছে, তার অনেক উদাহরণ আছে।

বদরুল আলম খান মনে করেন, ইরানের বিপ্লবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে ইসলামী বিপ্লবের আগে ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের নজির নেই বললেই চলে। লাতিন আমেরিকায় 'লিবারেশন থিওলজি'র ভূমিকা সহায়ক, কেন্দ্রীয় নয়। উল্লেখ্য, ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকোও ইরানের বিপ্লব নিয়ে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। পশ্চিমা বিশ্বের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে তিনি দেখেছিলেন চলমান ইতিহাসের একটি ছেদ হিসেবে। একে তিনি আখ্যা দিয়েছিলেন 'প্রথম উত্তর-আধুনিক বিপ্লব' বলে। পরে নারী, ভিন্নমত নিয়ে সহনশীলতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে ইসলামপন্থিদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে তিনি হতাশ হয়েছিলেন।

তবে ইরানের ইসলামী বিপ্লবই কেবল জনপ্রত্যাশার বিপরীতে হাটেনি। পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কৃতিত্ব যার, সেই সোভিয়েত ইউনিয়নও ৭০ বছরের মাথায় ভেঙে গেল।

ইরানে যেমন কঠোর আইনি বাধ্যবাধকতা আছে, আবার তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জোরদার হচ্ছে। ২০২২ সালে বাধ্যতামূলক হিজাবে 'গাফিলতি' করার কারণে মাশা আমিনি নামের এক তরুণী গ্রেপ্তার ও নিহত হওয়ার পর সেখানে বড় ধরনের বিক্ষোভ হয়। ইসলামী বিধিনিষেধ সত্ত্বেও ইরানে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে, দেশটি আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিতেও এগিয়ে আছে অনেক মুসলিম দেশের তুলনায়।

অধুনা বিশ্ব রাজনীতিতে ইরানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ইসলামী বিপ্লবের আগে দেশটি ছিল পুরোপুরি আমেরিকার তাঁবেদার। এমনকি একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ও দেশটি প্রকাশ্যে পাকিস্তানের পক্ষ নেয় যুক্তরাষ্ট্রকে খুশি করতে। ইসলামী বিপ্লবের পর ইরান তাঁবেদারি অবস্থান থেকে সরে আসে, যে কারণে তাকে বারবার অর্থনৈতিক অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়তে হয়। অতি সমপ্রতি গাজায় ইসরাইলি দখলদারির বিরুদ্ধেও ইরান সোচ্চার ছিল এবং ইসরাইলি হামলার জবাবে তারা পাল্টা হামলা চালাতে দ্বিধা করেনি।

বদরুল আলম খান গত বছর ১৯শে ফেব্রুয়ারি প্রথম আলোয় ইরানের বিপ্লব নিয়ে একটি নিবন্ধে লিখেছেন,

ইসলামি বিপ্লবের পর দীর্ঘ ৪৪ বছর কেটেছে। কিন্তু এই গণবিপ্লব ইরানের মানুষকে কী দিয়েছে-এই প্রশ্ন নতুন করে দেখা দিয়েছে। বিশেষত গত বছরের সেপ্টেম্বরে ইরানের নীতি পুলিশের হেফাজতে কুর্দি তরুণী মাসা আমিনির মৃত্যুর ঘটনায় এই প্রশ্ন সামনে এসেছে। মাসার বিরুদ্ধে পোশাকবিধি না মানার অভিযোগ আনা হয়েছিল, যা ইরানের শরিয়াহ আইনবিরোধী। পুলিশ দাবি করে, মাসা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। তবে ২২ বছরের সুস্থ-সবল মাসা হঠাৎ কীভাবে হৃদ্?রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন, এর সদুত্তর দিতে পারেনি পুলিশ।

মাসা আমিনির মৃত্যুর ঘটনায় বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে তেহরান। পরে এই বিক্ষোভ পুরো ইরানে ছড়ায়। বিক্ষোভের সমর্থনে বিশ্বের বিভিন্ন শহরেও মিছিল হয়। বিক্ষোভ দমাতে কঠোর অবস্থান নেয় ইরান সরকার। মিছিলে-সমাবেশে চালানো হয় দমনপীড়ন ও গুলি। গত মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যাকটিভিস্ট ইন ইরান (এইচআরএআই) জানায়, ইরানে গত কয়েক মাসের বিক্ষোভে অন্তত ৫২৭ জনের প্রাণ গেছে। আটক হয়েছেন সহস্রাধিক।

ইরানের ইসলামি বিপ্লব বাংলাদেশের জন্য কোনোভাবে প্রাসঙ্গিক? এই প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ, এখানকার ধর্মীয় পক্ষগুলোর লক্ষ্য বাংলাদেশকে ইসলামি রাষ্ট্র করা এবং শরিয়াহ আইন প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ্য পূরণে এখানেও গণবিপ্লবের তাত্ত্বিক ন্যায্যতা প্রমাণের নানা আদর্শিক উদ্যোগ চলমান আছে।

তবে রাষ্ট্রের জাতি-ভিত্তিকতাকে উপেক্ষা করে ধর্মীয় রূপ দেয়ার আয়োজনে ইরানের বিপ্লব-অভিজ্ঞতা কোনো শিক্ষা হতে পারে কিনা, সেটি ভেবে দেখা প্রয়োজন। কেননা, ইসলামি বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে ইরান একটি নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রে পরিণত

হয়েছে বলে নানা পর্যায়ে সমালোচনা ও বিতর্ক আছে। সুশাসন ও সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ার ইউটোপিয়ান প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হওয়ার বিষয়ে ইরানের অভিজ্ঞতা আমাদের ক্ষেত্রে কোনো তাৎপর্য বহন করে কিনা, সেটিও ভেবে দেখা জরুরি।

এখন দেখা যাক ইরানের বিপ্লবের সঙ্গে বাংলাদেশের ঘটনাবলির মিল বা অমিল কতোটা? ইরানে আধ্যাত্মিক নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লব হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমের ধনতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপরীতে একটি সমাজব্যবস্থা কায়েম করা। কিন্তু সেটি তারা পুরোপুরি করতে পারেনি। ইরানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এখনো ধনতান্ত্রিক। ধনী-গরিবের ব্যবধান বেড়েছে।

বাংলাদেশে ছাত্র-জনতা আন্দোলন করেছেন মূলত স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে। দেশের মানুষ যে তিনটি নির্বাচনে ভোট দিতে পারেনি, তার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রতিবাদই বিস্ফোরণে রূপ নেয়। এই আন্দোলনে ডান বাম মধ্যপন্থি সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল, সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু অভ্যুত্থানের পর ডানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ছে। ফলে বামেরা অনেকটাই হতাশ। বামদের লক্ষ্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করা। কিন্তু সরকার এ পর্যন্ত যতগুলো সংস্কার কমিশন গঠন করেছে, তাতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা নেই।

অন্যদিকে ছাত্র গণঅভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক মহলে বামপন্থা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে একধরনের জোরালো প্রচার চলছে। কোনো কোনো রাজনৈতিক মহলও তাতে উস্কানি দিচ্ছে বলে অভিযোগ আছে। আওয়ামী লীগ আমলে সরকারবিরোধী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার বিরোধী বলে ট্যাগ লাগানো হতো, বর্তমানেও কেউ কেউ ধর্মবিরোধী, আন্দোলনবিরোধী ট্যাগ লাগানো হচ্ছে।

বদরুল আলম খান ইরানের বিপ্লবের ইতিনেতি ব্যাখ্যা করেছেন। সেখানকার জীবনধারা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরেছেন। বিশ্লেষণ করেছেন গণতান্ত্রিক, বাম ও জাতীয়তাবাদী শক্তির ব্যর্থতাও, যা বাংলাদেশের মধ্য ও বামপন্থিদের অনেক শিক্ষণীয় আছে। লেখককে অভিনন্দন।

ফিলিপাইনের 'পিপল পাওয়ার' বিপ্লব (১৯৮৬) : ফিলিপাইনের 'পিপল পাওয়ার' বিপ্লব ছিল এক শান্তিপূর্ণ গণঅভ্যুত্থান, যা তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোসকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়। নির্বাচনে কারচুপি এবং সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই বিপ্লবটি সফলভাবে একটি নতুন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

ভেলভেট বিপ্লব, চেকোস্লোভাকিয়া (১৯৮৯) : ভেলভেট বিপ্লব ছিল চেকোস্লোভাকিয়ায় এক শান্তিপূর্ণ গণঅভ্যুত্থান, যা কমিউনিস্ট শাসনের অবসান ঘটায় এবং গণতন্ত্রের উত্থান ঘটায়। এই বিপ্লবের ফলে চেকোস্লোভাকিয়া দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়Ñ চেক প্রজাতন্ত্র এবং স্লোভাকিয়া।

বলিভারিয়ান বিপ্লব, ভেনিজুয়েলা (১৯৯৮) : ভেনিজুয়েলার বলিভারিয়ান বিপ্লব ছিল হুগো শ্যাভেজের নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের আন্দোলন, যা দেশের অর্থনৈতিক নীতি এবং সামাজিকব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে।

গোলাপি বিপ্লব, জর্জিয়া (২০০৩) : জর্জিয়ার গোলাপি বিপ্লব ছিল এক শান্তিপূর্ণ গণঅভ্যুত্থান, যা তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এডুয়ার্ড শেভার্দনাদজের পতন ঘটায়। এই বিপ্লব দেশটিতে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে।

অরেঞ্জ বিপ্লব, ইউক্রেন (২০০৪) : ইউক্রেনের অরেঞ্জ বিপ্লব ছিল নির্বাচন কারচুপির বিরুদ্ধে এক গণআন্দোলন, যা ইউক্রেনের জনগণকে নতুন নির্বাচন আদায়ে সফল করে। এই বিপ্লব ইউক্রেনের রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে দাঁড়ায়।

সিডার বিপ্লব, লেবানন (২০০৫) : এই বিপ্লব লেবাননের স্বাধীনতা এবং সিরিয়ার প্রভাবমুক্ত হওয়ার দাবিতে সংঘটিত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরির হত্যাকাণ্ডের পর, লেবানিজ জনগণ সিরিয়ার সামরিক বাহিনীকে দেশ থেকে বের করে দিতে বাধ্য করে।

নীল বিপ্লব, কুয়েত (২০০৫) : কুয়েতের নীল বিপ্লব ছিল রাজনৈতিক সংস্কার এবং ভোটাধিকার আদায়ের জন্য এক গণআন্দোলন। মহিলাদের ভোটাধিকার আদায়ের জন্য কুয়েতের জনগণ এই আন্দোলন শুরু করে এবং সফলভাবে তাদের দাবি আদায় করে।

পারপেল বিপ্লব, ইরাক (২০০৫) : ইরাকের পারপেল বিপ্লব ছিল প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রতীক, যেখানে ইরাকি জনগণ রক্তাক্ত সংগ্রামের পর প্রথমবারের মতো নিজেদের নেতা নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছিল। এই বিপ্লব গণতন্ত্রের জন্য ইরাকের জনগণের প্রত্যাশা এবং ত্যাগের প্রতীক ছিল।

টিউলিপ বিপ্লব, কিরগিজস্তান (২০০৫) : কিরগিজস্তানের টিউলিপ বিপ্লব ছিল এক শান্তিপূর্ণ গণঅভ্যুত্থান যা প্রেসিডেন্ট আসকার আকায়েভের পতন ঘটায়। এই বিপ্লব দেশের রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে দাঁড়ায়।

আরব বসন্ত (২০১০-২০১২) : আরব বসন্ত ছিল মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে একাধিক গণঅভ্যুত্থান ও বিক্ষোভের ধারাবাহিক ঘটনা। এই আন্দোলনগুলোর পেছনে ছিল রাজনৈতিক দমন, দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক সমস্যা। তিউনিসিয়া, মিশর, লিবিয়া এবং সিরিয়ার মতো দেশগুলোতে এই আন্দোলনগুলো গভীর রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটায়। কিছু দেশে সরকার পতনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের উত্থান ঘটলেও কিছু দেশে এটির ফলাফল ছিল গৃহযুদ্ধ এবং অস্থিতিশীলতা।

জুই (জেসমিন) বিপ্লব, তিউনিসিয়া (২০১১) : তিউনিসিয়ায় শুরু হওয়া জেসমিন বিপ্লব ছিল আরব বসন্তের সূচনা। এটি দীর্ঘদিনের শাসক জিন এল-আবিদিন বেন আলীর পতন ঘটায় এবং তিউনিসিয়ায় গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের পথ সুগম করে।

সুদানের গণবিপ্লব (২০১৮-২০১৯) : সুদানে দীর্ঘদিনের শাসক ওমর আল-বশিরের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণবিক্ষোভ শুরু হয় ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে, যা ২০১৯ সালে তার পতনের দিকে নিয়ে যায়। এই আন্দোলনের মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক দমন এবং দুর্নীতি। অবশেষে সেনাবাহিনী বশিরকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়।

হংকংয়ের বিক্ষোভ (২০১৯) : ২০১৯ সালে হংকংয়ে শুরু হওয়া গণঅভ্যুত্থানটি ছিল চীনের এক্সট্রাডিশন বিলের বিরুদ্ধে এক বৃহত্তম গণবিক্ষোভ। হংকংয়ের জনগণ বিলটি বাতিলের দাবি জানায় এবং এটি তাদের স্বায়ত্তশাসনের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচিত হয়। এই বিক্ষোভটি চীনের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অসন্তোষ এবং হংকংয়ের স্বাধীনতার পক্ষে ছিল।

বেলারুশের বিক্ষোভ (২০২০) : ২০২০ সালে বেলারুশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক গণবিক্ষোভ শুরু হয়, যেখানে জনগণ প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্ডার লুকাশেঙ্কোর বিরুদ্ধে ভোট কারচুপির অভিযোগ তোলে। বিক্ষোভকারীরা ন্যায়বিচার ও নতুন নির্বাচন দাবি করে, যদিও সরকার কঠোরভাবে এই আন্দোলন দমন করে।

মিয়ানমারের অভ্যুত্থানবিরোধী আন্দোলন (২০২১) : ২০২১ সালে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী দেশটির নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে এবং দেশজুড়ে সামরিক শাসন জারি করে। এর প্রতিবাদে মিয়ানমারের জনগণ ব্যাপক গণবিক্ষোভ শুরু করে, যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আন্দোলনটি এখনো চলছে এবং এটি মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় প্রশ্ন তৈরি করেছে।

শ্রীলংকার বিক্ষোভ (২০২২) : ২০২২ সালে শ্রীলংকার অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ব্যাপক গণবিক্ষোভ শুরু হয়। খাদ্য, জ্বালানি এবং ওষুধের অভাব, মুদ্রাস্ফীতি, এবং সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় নেমে আসে। এই আন্দোলনের ফলে প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ইরানের নারীবাদী আন্দোলন (২০২২-২০২৩) : ২০২২ সালে ইরানে মাহসা আমিনির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এক নারীবাদী আন্দোলন শুরু হয়, যা দ্রুত দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। নারীদের অধিকার এবং বাধ্যতামূলক হিজাব পরিধানের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন ইরানে প্রগতি ও মানবাধিকারের জন্য একটি নতুন অধ্যায় শুরু করেছে।

https://www.dainikamadershomoy.com/details/0191aed4c17b1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%AC
https://www.prothomalo.com/world/5am83v1fo1
https://bangla.thedailystar.net/node/105880
https://jonotarchokh.com/news/329

বৈষম্যবিরোধী গণ-অভ্যুত্থানঃ গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশে ব্যাপক জনবিস্ফোরণ দেখা দেয়। আপামর জনতার বিক্ষোভের মুখে শেষ হয় কর্তৃত্ববাদী শাসনের। ঐতিহাসিক এ ঘটনাকে অনেকে ছাত্র-জনতার 'বিপ্লব' মনে করলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনীতি বিশ্লেষকরা একে সংজ্ঞায়িত করেছেন অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'গণঅভ্যুত্থান' হিসেবে। ২০২৪-এর ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং দেশ ত্যাগ করেন। এই ঘটনা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবির ওপর গড়ে ওঠা আন্দোলন অতিদ্রুত একটি ব্যাপক ও তীব্র গণআন্দোলনের রূপ নেয়। নানা কারণেই জনগণের মধ্যে যে অসন্তোষ ধূমায়িত ছিল এই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত হয়। শুরু হয় বৈষম্যবিরোধী রাষ্ট্রগঠনের জন্য ছাত্র-জনতার সম্মিলিত সংস্কারের মাধ্যমে দেশ গঠনের যাত্রা।

গণ-অভ্যুত্থানের প্রভাবঃ গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল অনেক ধরনের হতে পারে, যার মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হলো রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন। কিছু ক্ষেত্রে, গণঅভ্যুত্থান সরকারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে, এটি রক্তপাত এবং গৃহযুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। একটি গণঅভ্যুত্থানের প্রভাব শুধু ওই দেশেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এটি আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, আরব বসন্তের ঘটনা মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার রাজনৈতিক মানচিত্রকে পুনর্গঠিত করেছে। অন্যদিকে ফরাসি বিপ্লব এবং রুশ বিপ্লবের প্রভাব ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে।

গণঅভ্যুত্থান ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জঃ গণ-অভ্যুত্থানের ভবিষ্যৎ কী? এটি একটি জটিল প্রশ্ন, কারণ বর্তমান বিশ্বে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বৃদ্ধি এবং তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতি গণ-আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিকে পরিবর্তন করেছে। আধুনিক গণ-অভ্যুত্থানগুলো প্রায়ই সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে সংগঠিত হয়, যা দ্রুতগতিতে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফলে সরকারের জন্য এ ধরনের আন্দোলন মোকাবিলা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তবে গণঅভ্যুত্থান কেবল শাসক পরিবর্তনের জন্য নয়, বরং সমাজের গভীর পরিবর্তনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এটি জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন এবং একটি সমাজের গণতান্ত্রিক চেতনার প্রকাশ।

https://www.dainikamadershomoy.com/details/0191aed4c17b1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%AC
https://www.prothomalo.com/world/5am83v1fo1
https://bangla.thedailystar.net/node/105880
https://jonotarchokh.com/news/329